ইউনিট

২২

জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

ভূমিকা

জনসাধারণের মতই হলো জনমত। জনগণ যখন কোন একটি সাধারণ বা বিশেষ বিষয়ে মত পোষণ করে তখন তাকে জনমত বলে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের মতামত অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। কেবলমাত্র জনমতের উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে সরকার জনমতের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল, সেই সরকার বেশি গণতান্ত্রিক। আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনমত কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সচেতন ও সজ্ঞান জনমতের ভয়ে সরকার গণস্বার্থ বিরোধী ও দমনমূলক আইন প্রণয়ন করতে পারে না। এভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ সরাসরিভাবে সংবিধান সংশোধন, আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

পাঠ ১ : জনমতের অর্থ, সংগঠনের মাধ্যম, গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব ও সুষ্ঠু জনমত গঠনের শর্তাবলী

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- জনমতের অর্থ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- জনমত সংগঠনের মাধ্যম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুষ্ঠু জনমত গঠনের শর্তাবলী কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।

২২.১.১ জনমতের অর্থ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

(ক) জনমতের অর্থ ও সংজ্ঞা– সাধারণভাবে জনসাধারণের মতামতকেই বলে জনমত। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমতকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সমাজের এক বা একাধিক বিষয়ে জনসাধারণের সুস্পষ্ট মতামতকে জনমত বলে। জনমত সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিক বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। অধ্যাপক লাওয়েল বলেন, "জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট নয় অথবা একমত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান, পূর্ণ ও কল্যাণকামী এবং সর্বোপরি জাতীয় মঙ্গলের জন্য গঠিত মতামতকেই জনমত বলে।"

লর্ড ব্রাইস বলেন, "জনমত হচ্ছে সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি।"

জিনসবার্গের মতে, "জনমত হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন মতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।"

মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ কিমবল ইয়ং বলেন, "কোন নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত প্রকাশ করে তাই জনমত।"

কিন্তু জনমত বলতে জনসাধারণের সাধারণ মতামতকে বুঝায় না। কারণ প্রতিদিন জনগণ বিচ্ছিন্নভাবে হাজারো রকমের মতামত ব্যক্ত করে। এই সব মতামতের সবগুলো জনমত নয়। জনসাধারণের যে মতামত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে তাই জনমত হিসেবে বিবেচিত হয়।

(খ) জনমতের বৈশিষ্ট্য– জনমতের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়

(১) জনমত সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসাধারণের অভিমত, কোন ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর মতামতকে জনমত বলা যায় না।

(২) জনমত সর্বদাই কল্যাণকামী ও যুক্তিভিত্তিক, কোন দল বা ব্যক্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট অযৌক্তিক মতকে জনমত বলা যায় না।

(৩) জনমত যথেষ্ট প্রভাবশালী। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

(৪) জনমত নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। অসংঘবদ্ধ ও অস্পষ্ট মতামতের কোন ভিত্তি নেই। তাই সেটা জনমত বলে বিবেচিত হয় না।

(৫) জনমত একজনের মত হতে পারে, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও হতে পারে। তবে জনমতকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট হতে হয়।

(৬) জনমত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং জাতীয় প্রয়োজনে প্রকাশিত মত। সকল সময়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে জনমত গড়ে উঠে না। জাতীয় প্রয়োজনে প্রচলিত বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশ পায়।

২২.১.২ জনমত সংগঠনের মাধ্যম

আধুনিক শাসনব্যবস্থা জনমতের উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও আধুনিক একনায়কতন্ত্রে জনমত গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। নিম্নে জনমত সংগঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শের সাথে পরিচিত হয়। এ সময় তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে উঠে। তাছাড়া দেশের সমস্যা সম্বন্ধে তারা নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে ভাবতে শেখে। নাগরিক জীবনে এসব মতাদর্শ ও নিরপেক্ষ মানসিকতা সুষ্ঠু জনমত গঠনে সাহায্য করে।

(২) সভা-সমিতি– জনমত গঠনে সভা-সমিতির ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত ও সচেতন করা হয়। নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেন এবং সমাধানের পথও নির্দেশ করেন। তাছাড়া এতে বিভিন্ন দল ও মতের সমালোচনা হয় বলে সহজে সুষ্ঠু জনমত গড়ে উঠতে পারে। বাকপটু বক্তারা কোন সমস্যা ও এর সমাধান সম্পর্কে সহজে জনগণের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে। যেসব দেশে শিক্ষার হার কম সেসব দেশে জনমত গঠনে সভা-সমিতির গুরুত্ব সর্বাধিক।

(৩) সংবাদপত্র– জনমত গঠনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সংবাদপত্র। সংবাদপত্রে যেসব ঘটনা পরিবেশন করা হয়, তা পড়ে জনসাধারণ নিজেদের মতামত গঠন করে। এতে সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। অনেক সময় নেতৃবৃন্দের মতামত প্রকাশ করা হয়। এসব মত প্রকাশের মাধ্যমে তাঁরা দেশের সমস্যাবলী ব্যাখ্যা করেন এবং সেসবের সমাধানও নির্দেশ করেন। জনসাধারণ এসব মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং দেশের সমস্যাবলী সম্পর্কে মতামত গঠন করতে পারে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে যে সব সমস্যা ও ঘটনা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান লাভ করে, সেগুলো জনমত গঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে পঠিত হয়।

(৪) রেডিও ও টেলিভিশন– রেডিও-টেলিভিশন জনমত গঠনে সাহায্য করে। এদের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবর ও নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা প্রচার করা হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা লেখাপড়া জানে না এবং খবরের কাগজ পড়ে না তাদের সাথে নেতৃবৃন্দের যোগাযোগের মাধ্যম হল রেডিও ও টেলিভিশন। এ যন্ত্র দু'টি আবিষ্কারের পূর্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা অল্প কিছুসংখ্যক শ্রোতা ও খবরের কাগজ অন্যান্যদের কাছে পৌঁছে দিত। এখন তা রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাই বলা যায়, রেডিও ও টেলিভিশন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত গঠনে নতুন যুগের সূচনা করেছে। তবে সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য রেডিও ও টেলিভিশন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত নয়।

(৫) রাজনৈতিক দল– রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের অন্যতম বাহন। দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজস্ব ধারণা, বিশ্লেষণ এবং সেগুলো সমাধানের পথ থাকে। প্রত্যেক দল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব কর্মসুচি প্রণয়ন করে এবং তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে থাকে। রাজনৈতিক দল দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করে। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জিত হয় এবং জনমত গঠিত হয়। জনমত গঠন করার জন্য রাজনৈতিক দল জনসাধারণের মধ্যে প্রচারপত্র, পোস্টার প্রভৃতি বিলি করে। রাজনৈতিক দল ছাড়া অন্যান্য সংগঠনও জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও তাদের জনমত গঠনের জন্য প্রচারকার্য চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ কয়েকটি সংগঠন হল– আমেরিকান শ্রমিক ফেডারেশন, উৎপাদকের জাতীয় শিক্ষা সংঘ ইত্যাদি।

(৬) সাহিত্য– এটি জনমত গঠনের অন্যতম বাহন। কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতিতে সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। সাহিত্যে মানবিক আবেদন মিশ্রিত থাকে বলে তা পাঠকের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। তবে জনমত গঠনে অধিক কার্যকরী হওয়ার জন্য সাহিত্য কল্পনাধর্মী না হয়ে বাস্তবধর্মী হওয়া উচিত।

(৭) আইন পরিষদ– দেশের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করে। তারা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশের সমস্যাদি আলোচনা করে। আইন পরিষদে সরকারবিরোধী সদস্যবৃন্দ সরকারের সমালোচনা করে এবং সরকারের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরে। অপরপক্ষে সরকার দলীয় সদস্যবৃন্দ বিরোধী দলীয় সদস্যদের সমালোচনার জবাব দেয় এবং সরকারের নীতি ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে। সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের বক্তৃতার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আইন সভার সদস্যবৃন্দ হলেও এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দেশের আপামর জনসাধারণ। তাই তাদের আলোচনা ও বক্তৃতা সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এর ফলে দেশের সমস্যা ও এর সমাধান সম্পর্কে সহজে জনমত গড়ে উঠে।

(৮) সিনেমা বা চলচ্চিত্র– জনমত গঠনে সিনেমার ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়। রাষ্ট্রের সমস্যাবলী ও সে সবের সমাধানের পন্থা সম্পর্কেও এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়। কোন একটি বিশেষ ঘটনা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরলে জনসাধারণ সহজে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। যেমন– 'অপুর সংসার' - এর মত সিনেমার সাহায্যে সহজে দারিদ্রের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা যেতে পারে। আবার 'ফল অফ বার্লিন' -এর মত সিনেমার সাহায্যে যুদ্ধের বিভীষিকার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা যেতে পারে। সিনেমার সাহায্যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য জনমত গড়ে তোলা যায়।

উপরিউক্ত মাধ্যমগুলো ছাড়া ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা, ঘরোয়া বৈঠক, মেলামেশা, ইন্টারনেট প্রভৃতিও জনমত গঠনে সাহায্য করে।

২২.১.৩ গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব

আধুনিক গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে শাসনব্যবস্থায় জনমতের প্রভাব সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। সুষ্ঠু জনমত জনগণের স্বাধীনতা, অধিকার ও স্বার্থের প্রধান রক্ষাকবচ। স্পেনদেশীয় লেখক জোস আরটেগা ওয়াই ব্যাসেট তাঁর "জনসাধারণের বিপ্লব" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "জনমত ছাড়া অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে কেউ কোনদিন শাসন করতে পারেনি।" গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তাঁর মন্তব্য সর্বাধিকভাবে প্রযোজ্য। গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে কোন দেশেই আর প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র নেই। তাই নাগরিকবৃন্দ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। বর্তমানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নাগরিকবৃন্দ পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। জনসভা, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে তারা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সম্পর্কে তাদের মত প্রদান করে। এরূপ মতের দ্বারা সরকার প্রভাবিত হয় এবং সমস্যাবলী সমাধান করতে প্রয়াস পায়। গণতান্ত্রিক সরকার জনমত উপেক্ষা করতে পারে না। তাই বলা হয়ে থাকে, "সচেতন ও সজ্ঞান জনমতই গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত।" এরূপ জনমতের অভাব হলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে এবং জনসাধারণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। ফলে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে

পারে। অপরপক্ষে সচেতন ও সজ্ঞান জনমতের ফলে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে। ইতিহাসে এর বহু নজির আছে। তাই জনমতের স্বপক্ষে বলা হয়ে থাকে, "জনগণের স্বরই বিধাতার স্বর।"

যে সরকার জনমতের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল সেই সরকার বেশি গণতান্ত্রিক। সরকারের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনমত কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সচেতন ও সজ্ঞান জনমতের ভয়ে সরকার গণস্বার্থবিরোধী ও দমনমূলক আইন প্রণয়ন করতে সাহসী হয় না। এজন্য সরকার অনুরূপ শাসননীতিও গ্রহণ করতে পারে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ সংবিধান সংশোধন, আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

২২.১.৪ সুষ্ঠু জনমত গঠনের শর্তাবলী

আমেরিকার আধুনিক লেখক রোনেক জনমতের চারটি অপরিহার্য শর্ত উল্লেখ করেছেন। এ শর্তগুলো নিচে উল্লেখ করা হল–

(১) সম্প্রদায়– জনমতের জন্য একটি সম্প্রদায় থাকতে হবে যার সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবে।

(২) সাধারণ স্বার্থজড়িত কতকগুলো বিষয়– জনমতের জন্য সাধারণ স্বার্থজড়িত কতকগুলো বিষয় থাকবে, যে সম্পর্কে সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ আলোচনা করবে এবং প্রয়োজনবোধে মতপার্থক্য প্রকাশ করবে।

(৩) নেতৃত্ব– জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর নীতি নির্ধারণ, এর প্রচার এবং এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য দরকার নেতৃত্ব।

(৪) জনসাধারণের ঐক্য– বিভিন্ন ঘটনাগুলোর প্রতি জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশিত হলে কতকগুলো মত বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মত অনুযায়ী কাজ করবার জন্য জনসাধারণের ইচ্ছা ও ঐক্য থাকা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত শর্তগুলো ছাড়া নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য আরও কতিপয় শর্ত অপরিহার্য। এসব শর্তাবলী হল শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, সমজাতীয় জনগোষ্ঠী এবং স্বায়ত্তশাসন।

সার-সংক্ষেপ

সাধারণভাবে জনসাধারণের মতকেই জনমত বলে। কোন জনসম্প্রদায় কোন একটি বিশেষ বিষয়ে একমত পোষণ করলে তাকে জনমত বলা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলেই জনমত হয় না। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থে মত পোষণ করতে পারে। সুতরাং জনমত বলতে বুঝায় জনসাধারণের কল্যাণার্থে জনসম্প্রদায়ের প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা সংখ্যাগরিষ্ঠের সুবিবেচনাপ্রসূত মত যার পিছনে জনসাধারণের সমর্থন থাকে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। তাই বলা হয়, "সচেতন ও সজ্ঞান জনমতই গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত।" জনমতের অভাবে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। আবার সচেতন জনমতের ফলে স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়। যে সরকার জনমতের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল সেই সরকার বেশি গণতান্ত্রিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

১। নিচের কোনটি জনমত গঠনের মাধ্যম ?
ক. পরিবার খ. সম্প্রদায়
গ. বন্ধুবান্ধব ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২। আমেরিকান লেখক রোনেকের মতে নিচের কোনটি জনমত গঠনের শর্ত ?
ক. সভা সমিতি খ. রাজনৈতিক দল
গ. সম্প্রদায় ঘ. সিনেমা

৩। সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে কোনটি থাকতে হবে ?
ক. আইন পরিষদ খ. সভাসমিতি
গ. নেতৃত্ব ঘ. চলচ্চিত্র

পাঠ ২ : রাজনৈতিক সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাজনৈতিক সংস্কৃতির অর্থ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য চিহ্নিত ও বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক বলতে পারবেন।

২২.২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অর্থ ও সংজ্ঞা

একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। মানুষের আশা-ভরসা, চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব সব কিছুই দেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি, এ, আলমন্ড বলেন, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল, কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতির প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপ ও প্রকৃতি।" রাজনীতি সম্পর্কে জনগণ কি ধারণা করে, কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে তা মূল্যায়ন করে সেই ভাবনার প্রকৃতির উপর রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ভরশীল।

বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন সময়ে নাগরিকবৃন্দ যে ভাবনা ভাবে তার একত্রিত ও সমষ্টিগত রূপই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি। লুসিয়ান পাই বলেন, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতির এক সমষ্টি যা রাজনৈতিক কার্যাবলীকে অর্থপূর্ণ করে তোলে, সুশৃংখল ভাবের অভিব্যক্তি ঘটায় এবং অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রকাশ ঘটায়।"

২২.২.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক সংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) রাজনৈতিক মনোভাব– একটি দেশের মানুষ রাজনীতির বিষয়ে কি চিন্তা করে, কিভাবে চিন্তা করে সেগুলোর সমষ্টি হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি নিহিত।

(২) রাজনৈতিক অনুভূতির সমষ্টি– মানুষ যা চায়, যা ভাবে তার অভিব্যক্তি হচ্ছে সংস্কৃতি। স্থান-কাল-পাত্র-দেশ ভেদে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরনের বা আলাদা হতে পারে। উন্নত বা অনুন্নত যাই হোক না কেন তার সমষ্টিগত বা একত্রিত রূপই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

(৩) রাজনৈতিক প্রতিবিম্ব– রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা হিসাব করা যায়।

(৪) রাজনৈতিক সংস্কৃতি সুসমন্বিত– রাজনৈতিক সংস্কৃতি সুশৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল নয়। কম বা বেশি, উন্নত বা অনুন্নত, সচেতন বা কম সচেতন যাই হোক না কেন রাজনৈতিক সংস্কৃতি শৃঙ্খলাবদ্ধ।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র রূপ ও প্রকৃতি দান করে।

২২.২.৩ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য

একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যত বেশি উন্নত হবে, সে দেশের সমাজ ব্যবস্থাও তত বেশি উন্নত হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত হওয়ার সাথে সাথে জনমতও উন্নত ও সুসংগঠিত হবে। জনমত হচ্ছে জনগণের মত। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দাবী বা ইস্যুতে জনমতের প্রকাশ ঘটে। একটি দেশের সরকারের কার্যকলাপের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বিরোধী দলের কার্যকলাপেরও পক্ষে-বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। জনমত হচ্ছে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের নিয়ামক।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান ও প্রকৃতি যত বেশি উন্নত হবে জনমত তত বেশি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণ যত বেশি অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের দাবীদাওয়া ও মতামত প্রকাশ করবে জনমত তত বেশি সংগঠিত হবে। অন্যদিকে জনমত যত বেশি সুসংগঠিত হবে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির তত বেশি বিকাশ ঘটবে।

কোন দেশের সুষ্ঠু জনমতের জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ একটি অপরিহার্য শর্ত। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও জনমতের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এরা একে অপরের পরিপূরক ও সম্পূরক।

তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও জনমতের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। এরা এক ও অভিন্ন নয়। জনমত হচ্ছে জনগণের মত যা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের কল্যাণকামী মতামত প্রকাশ করে। অপরদিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের অভিব্যক্তি। জনগণ যা চায় বা যে ভাবে তাই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে জনমতের অনুঘটক। জনমত হচ্ছে জনগণের মতের ফলাফল আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে উক্ত ফলাফলের উপাত্ত।

২২.২.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অনুভূতি বা মনোভাব। অপরপক্ষে রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত একদল মানুষকে বুঝায় যারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়; যারা নেতৃত্ব চায়। সুতরাং রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দল এক নয় বরং সম্পূর্ণ আলাদা। তবে এদের মধ্যে কিছু সম্পর্ক রয়েছে। সেটা হচ্ছে ধারণাগত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদিও জনগণের রাজনৈতিক ধারণা ও মতের সমষ্টি তথাপি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের এ ব্যাপারে ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি বস্তুত রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে নির্বাচনের আগে, নির্বাচনকালে এবং নির্বাচনের পর জনসাধারণের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা রাজনৈতিক দলের সভা-সমিতির বক্তব্য, লেখনী, পত্রিকায় প্রকাশিত চিন্তা-ভাবনা ও দেয়াল লেখন দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল সংগঠকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

২২.২.৫ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রের বাহন। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতির উপর গণতন্ত্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিবান ব্যক্তি কখনও অন্যায় করতে পারে না বা স্বৈরাচারী হতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃতিবান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসক কখনও স্বৈরাচারী হতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ খুব বেশি সজাগ ও সচেতন থাকে। সরকারের প্রতিটি কর্মসূচি ও কার্যকলাপ জনমত দ্বারা প্রভাবিত হয়। সরকার জনমতকে লক্ষ্য করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশে গণতন্ত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশে মানুষ রাজনীতিতে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে এবং প্রকাশিত মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠন করতে পারে। গণতন্ত্র হল জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। জনগণের রাজনৈতিক জ্ঞান উন্নত হলে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। ফলে গণতন্ত্র তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র একে অপরের উপর নির্ভরশীল। একের অগ্রগতি অন্যের অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তাই বলে এরা অভিন্ন নয় বরং আলাদা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল জনসাধারণের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও মনোভাবের অবস্থা আর গণতন্ত্র হল রাষ্ট্র ও সরকারের একটি রূপ ও শাসন পদ্ধতি। সুতরাং প্রকৃতিগত দিক থেকে এদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু কার্যগত দিক থেকে এরা একে অপরের পরিপূরক।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। একটি দেশের গণমনের রাজনৈতিক

আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব সবকিছু সে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যত বেশি উন্নত হবে জনমতও ততবেশি উন্নত হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে জনমতের অপরিহার্য শর্ত। এরা একে অপরের পরিপূরক। রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জন ও উন্নয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রের বাহন। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতির উপর গণতন্ত্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। জনগণের রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত হলে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। ফলে গণতন্ত্র অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেমন গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তেমনি গণতন্ত্রও রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কার্যগত দিক দিয়ে এরা একে অপরের পরিপূরক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় ?

ক. জনগণের মনোভাব খ. জনগণের মূল্যায়ন

গ. জনগণ যা চায় ঘ. জনগণের প্রতিচ্ছবি

২। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি হিসেবে গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ?

ক. ধারণা খ. মতামত

গ. বাহন ঘ. সংগঠন

৩। রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কোনটি ?

ক. রাজনৈতিক অনুভূতির সমষ্টি খ. উত্তম সাহিত্য ও শিল্পকলা

গ. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ঘ. রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জনমত কাকে বলে ? –২২.১.১(ক)

২। জনমত গঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ? –২২.১.১(খ)

৩। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি ? –২২.২.১

৪। রাজনৈতিক দলের সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক কি ? –২২.২.৪

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি আলোচনা করুন। –২২.১.২

২। গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব কি ? –২২.১.৩

৩। রাজনৈতিক সংস্কৃতির অর্থ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। –২২.২.১ ও ২২.২.২

৪। জনমতের সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতির তুলনা ও সম্পর্ক নির্ণয় করুন। –২২.২.৩

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ঘ, ২। গ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। গ, ৩। ক